

মৃত্যু সংবাদ

(১) মাওলানা আব্দুল মতীন সালাফী আর নেই

(১৯৫৪-২০১০)

১.১.১৯৮০ইং হ'তে ২.৭.১৯৮৯ পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ বছর ৭ মাস ২ দিন বাংলাদেশে সউদী মা'ব'উছ হিসাবে চাকুরীরত থাকাকালীন সময়ে যিনি এ দেশের আহলেহাদীছ জনগণের হৃদয়ের গভীরে স্থান করে নিয়েছিলেন। স্বীয় বিদ্যাবৃত্তায়, বাগ্মিতায়, সদা হাস্যোজ্জ্বল ব্যবহারে ও উচ্ছল কর্মস্পৃহায় যিনি ছিলেন অন্য অনেকের উর্ধ্বে ও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অনন্য, 'বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীস'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের' সাবেক কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য মাওলানা আব্দুল মতীন সালাফী গত ১৬ই জানুয়ারী শনিবার সকাল ১১-টা ৪৭ মিনিটে ভারতের বিহার প্রদেশের কিষাণগঞ্জ শহরে নিজ বাড়ীতে হঠাৎ হার্টফেল করে মৃত্যুবরণ করেছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন। পরের দিন সকাল ৯-টায় মাদরাসা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত তাঁর প্রথম জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর শ্বশুর 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ'-এর নেতা শায়খ আতাউর রহমান মাদানী এবং বেলা ১১-টায় গ্রামের বাড়ী ভুলকিতে দ্বিতীয় জানাযায় ইমামতি করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মতীউর রহমান মাদানী। জানাযার পর পিতা-মাতার কবরের পাশেই তাঁকে সমাহিত করা হয়।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। তিনি ২ স্ত্রী, ৪ ছেলে, ৭ মেয়ে ও দেশ-বিদেশে অগণিত গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আমরা তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

সংক্ষিপ্ত জীবনী :

সার্টিফিকেট অনুযায়ী তিনি ১.১.১৯৫৪ইং তারিখে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম দিনাজপুর জেলার করণদীঘি থানাধীন ভুলকী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন মাওলানা আব্দুর রহমান। তিনি মাদরাসা মাযহারুল উলুম বাটনা, মালদহ থেকে ১৯৭২ সালে টাইটেল (কামিল) পাস করেন। অতঃপর ১৯৭৪ সালে জামে'আ সালাফিইয়াহ বেনারস (ইউপি) থেকে 'ফযীলত' ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন ও সেখান থেকে ১৯৭৯ সালে 'লেসান্স' ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর বাংলাদেশে সউদী সরকারের পক্ষ থেকে মা'ব'উছ (মুবাশ্শিগ) হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ঐ বছরের শেষে ঢাকায় আসেন। অতঃপর ১.১.১৯৮০ইং থেকে তিনি ঢাকার মীর হাজীর বাগস্থ তা'মীরুল মিল্লাত (কামিল) মাদরাসায় শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন ও ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করেন।

লেখনী :

১৯৮৮ সাল পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত বই, পুস্তিকা ও প্রবন্ধ সমূহের তালিকা নিম্নরূপ:

বই ১০টি : ১. কাশফুশ শুবহাত (আরবী হতে অনুবাদ ১৯৮০), ২. আল-উছুল আছ-ছালাছা (ঐ, ১৯৮০) ৩. রহমাতুল লিল 'আলামীন (১৯৮৩) ৪. মাহে রামাযানের গুরুত্ব ও ছওমের তাৎপর্য (১৯৮৪) ৫. ইসলামের মূল স্তম্ভ : তাওহীদ (১৯৮৫) ৬. ইসলামী জীবন ব্যবস্থা (অপ্রকাশিত) ৭. আল-আক্বীদাতুত তাহাভিয়াহ (অনুবাদ, ১৯৮৪) ৮. ইত্তেবায়ে সুন্নাত (অনুবাদ, ১৯৮৫) ৯. হজ্জ, ওমরাহ ও যিয়ারত নির্দেশিকা (অনুবাদ ১৯৮৫) ১০. ইসলামী আক্বীদা (অনুবাদ ১৯৮৬)।

প্রবন্ধ : ১০টি :

- (১) ১লা মার্চ ১৯৮৫তে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সেমিনারে পঠিত (নাম পাওয়া যায়নি)।
- (২) অপ্রকাশিত আরবী প্রবন্ধ (৩) অপ্রকাশিত আরবী প্রবন্ধ (৪) মদীনা মুনাওয়ারার জন্য নির্দেশিকা (আরবী হতে অনুবাদ। ঢাকার সাপ্তাহিক আরাফাত ২২/১৬-১৭ সংখ্যায় প্রকাশিত (২রা জুন ১৯৮০)।
- (৫) রজব মাসে অনুষ্ঠিত নিকুষ্ট বিদ'আত সমূহ (আরবী হতে অনুবাদ। আরাফাত ২৪/৫ সংখ্যায় প্রকাশিত)।
- (৬) আল-কুরআনের দৃষ্টিতে শিরক: একটি আলোচনা; দৈনিক কিষাণ ৪ সেপ্টেম্বর '৮২ এবং দৈনিক সংগ্রাম ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৮২-তে প্রকাশিত।
- (৭) ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ রামাযান। সাপ্তাহিক আরাফাত ২৬/১ সংখ্যা ১৮ জুন ১৯৮৪।
- (৮) ই'তিকাফ : সাপ্তাহিক আরাফাত ২৪/২ সংখ্যা।
- (৯) ইসলামের দৃষ্টিতে জ্ঞানার্জন। রেডিও কথিকা (ঢাকা কেন্দ্রের জাতীয় অনুষ্ঠানে প্রচারিত এবং সাপ্তাহিক আরাফাত ২৭/৯ সংখ্যায় প্রকাশিত।
- (১০) তাওহীদের তাৎপর্য : ১৪০৭ হিজরী (১৯৮৭ইং) রবীউল আউয়াল মাসে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে পঠিত।

গবেষণাকর্ম :

‘ইমাম মুসলিম : জীবন ও কর্ম এবং হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব’ বিষয়ে পিএইচ.ডি করার জন্য তিনি ১৯৮৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে ‘গবেষণা পরিকল্পনা’ জমা দিয়েছিলেন।

পত্রিকা প্রকাশনা :

তিনি ‘তাওহীদের ডাক’ (বাংলা) ও ‘পায়ামে তাওহীদ’ (উর্দু) নামে দু’টি পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। যা অনিয়মিতভাবে কিষাণগঞ্জ থেকে প্রকাশিত হয়।

সংগঠন ও সমাজসেবা :

১৯৮০ সালে ঢাকায় আসার পর থেকে আব্দুল মতীন সালাফী ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের’ সাথে যুক্ত হন। কেননা ইতিপূর্বে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ‘আহলেহাদীছ যুবসংঘের’ কর্মপরিষদের সদস্য ছিলেন। এখানে এসেই ‘যুবসংঘের’ সাংগঠনিক কার্যক্রমের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হন এবং তাঁকে ‘কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা’ করে নেওয়া হয়। সাথে সাথে ‘বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলেহাদীছ’-এর তিনি কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত হন। এসময় দেশের বিভিন্ন যেলায় অনুষ্ঠিত জমঈয়ত কনফারেন্স সমূহে তিনি জমঈয়ত-সভাপতি ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারীর নিয়মিত সফর সঙ্গী থাকতেন। ঐ সময় সর্বত্র যুবসংঘের জোয়ার চলছিল। কনফারেন্সগুলির স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে এবং ব্যবস্থাপনা, প্রচারণা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যুবসংঘের উদ্যমী ভূমিকা প্রায় সকল পর্যায়ের মুরব্বীদের হৃদয় কেড়েছিল। সম্ভবতঃ নিজে তরুণ হওয়ার কারণে ও দারুণ কর্মচঞ্চল হওয়ার কারণে আব্দুল মতীন সালাফী যুবসংঘের প্রতি অধিক আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি তাদের প্রশিক্ষণ সমূহে প্রশিক্ষক হিসাবে নিয়মিত যোগ দিতেন এবং সর্বদা নানাভাবে তাদেরকে উৎসাহিত করতেন।

১৯৮৪-এর শুরুর দিকে প্রথম কুয়েতী দাতাসংস্থার নেতৃবৃন্দ এদেশে আসেন। আব্দুল মতীন সালাফী ও যুবসংঘের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে তারা সপ্তাহকাল ব্যাপী সারা দেশে আহলেহাদীছ মারকাযগুলি পরিদর্শন করেন। তারপর থেকে তারা এ দেশে সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম শুরু করেন। পরে ঢাকায় অফিস খুলে তারা নিজেরাই ইসলামী প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করতে থাকেন। আব্দুল মতীন সালাফীর একটি বড় গুণ ছিল এই যে, তিনি ছিলেন আরবীতে ‘ফ্লুয়েন্ট’। জন্মগতভাবে বাংলাভাষী হয়েও এত সুন্দর ও নির্ভুল এবং দ্রুত আরবী বলা ও লেখার যোগ্যতা সাধারণতঃ দেখা যায় না। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই আরবীরা তার প্রতি আকৃষ্ট হ’ত। তিনি সরলভাবেই সবকিছু করতেন। কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলেহাদীছ-এর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রেখেই তিনি সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম সমূহে সহযোগিতা করতেন। লিল্লাহ কাজ করার জায়বা ব্যতীত তাঁর মধ্যে অন্য কোন স্বার্থ ছিল বলে তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা কখনো বলেননি। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁর দ্রুত ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা অনেকের মধ্যে ঈর্ষার কারণ ঘটায়। ফলে ১৯৮৯ সালের ২রা জুলাই তিনি এদেশ থেকে স্বদেশে চলে যেতে বাধ্য হন।

নিজ দেশে গিয়ে তিনি ‘জমঈয়তে আহলেহাদীছ হিন্দ’-এর সাথে যুক্ত হন এবং একবার কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের সদস্য হন। তিনি কিষাণগঞ্জে ‘তাওহীদ এডুকেশনাল ট্রাস্ট’ নামে একটি সমাজসেবামূলক ট্রাস্ট গঠন করেন এবং ব্যাপক বিদেশী অনুদান এনে সেদেশে অগণিত মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, নলকূপ ও অন্যান্য সমাজসেবামূলক কার্যক্রম সম্পাদন করেন। উক্ত ট্রাস্টের অধীনে সেদেশে পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৫০-এর অধিক। তন্মধ্যে সবচেয়ে বড় হ’ল ২টি, যা কিষাণগঞ্জ শহরতলীর খাগড়াই অবস্থিত। (১) জামে‘আতুল ইমাম বুখারী (ছাত্রদের জন্য) এবং (২) জামে‘আ আয়েশা আল-ইসলামিয়াহ (মেয়েদের জন্য)। এতদ্ব্যতীত বেকার যুবকদের কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য তিনি সেখানে আই.টি.আই নামে একটি কারিগরী শিক্ষা কলেজ স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত ‘তাওহীদ চেরিটেবল ডিসপেনসারী’ নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

হঠাৎ তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে আমরা মর্মান্বিত। আল্লাহ তাঁর অগণিত নেক আমলের উত্তম জাযা দান করুন ও তাঁর সকল গুনাহ-খাতা মাফ করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসে স্থান দান করুন। আমীন! তাঁর রেখে যাওয়া পুণ্য স্মৃতিসমূহ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রগতির লক্ষ্যে চালু থাকে, সেজন্য তাঁর উত্তরসূরীগণকে তাওফীক্ব দানের জন্য আল্লাহর নিকটে আমরা আকুলভাবে প্রার্থনা জানাই।

পরিশেষে আমরা আবারও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি এবং তাঁদেরকে ‘ছবরে জামীল’ এখতিয়ার করার আবেদন জানাচ্ছি। [স.স]

اللهم اغفرله وارحمه واعف عنه و أكرم نزله و وسّع مدخله و أبدله داراً خيراً من داره و زوجاً خيراً من زوجته و أهلاً من أهله.. اللهم ادخله الجنة الفردوس و أعذه من عذاب القبر و عذاب النار، آمين-

(২) ভাই আনছার আলী মাষ্টার চলে গেলেন

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর সাবেক বণ্ডা যেলা সভাপতি জনাব মাষ্টার আনছার আলী গত ২৪ জানুয়ারী ‘১০ বিকাল ৫ টা ৪০ মিনিটে নিজ বাড়িতে মৃত্যু বরণ করেন। ইল্লা লিল্লাহে ওয়া ইল্লা ইলাইহে রাজে‘উন। বণ্ডা শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত বৃ-কুষ্টিয়া দারুল হাদীছ সালাফিয়া ও হাফেযিয়া মাদরাসা ময়দানে তাঁর ছালাতে জানাযায় ইমামতি করেন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীরে জামা‘আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। এতদ্ব্যতীত জানাযায় উপস্থিত ছিলেন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডঃ মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সাবেক সভাপতি ডঃ

এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মোফাক্কার হোসাইন, সোনামণি-র কেন্দ্রীয় পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, বগুড়া যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি জনাব আব্দুর রহীম, নওদাপাড়া মাদরাসার হেফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান, এলাকার বর্তমান ও সাবেক চেয়ারম্যান, দারুল হাদীছ মাদরাসার শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ এবং যেলা ‘আন্দোলন’ ও যুবসংঘের নেতৃবৃন্দ সহ বিপুল সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ। অতঃপর নিজ গ্রামের পারিবারিক গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

তিনি ১৫ মার্চ ১৯৮৮ সালে ‘যুবসংঘে’ এবং ২৩ সেপ্টেম্বর ’৯৪-এ ‘আন্দোলনে’ যোগদান করে আজীবন হকের আওয়াজ বুলন্দ করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। ২০০৫ সাল থেকে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হয়ে তিনি নিজ বাড়ীতে শয্যাশায়ী ছিলেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর। তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও ২ মেয়ে রেখে গেছেন।

তিনি বগুড়ার শাহজাহানপুর থানাধীন মারিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৯০ সালে তিনি বৃ-কুষ্টিয়া দারুল হাদীছ সালাফিইয়াহ ও হাফেযিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বগুড়া অঞ্চলে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রগতিতে তাঁর অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আল্লাহ তাঁর সকল গোনাহ-খাতা মাফ করুন ও জান্নাতুল ফেরদৌস নছীব করুন। আমীন!

(৩) প্রাচীন পুঁথি সংগ্রাহক আব্দুল্লাহ খান সালাফী চিরবিদায় নিলেন

বাংলা একাডেমীর প্রাচীন পুঁথি সংগ্রাহক আব্দুল্লাহ খান সালাফী প্রায় ৯৫ বছর বয়সে গত ২৮.১.২০১০ বৃহস্পতিবার সকালে খুলনা সদর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে’উন। খুলনা নিরालা আবাসিক এলাকার জামে মসজিদে তাঁর ছালাতে জানাযায় ইমামতি করেন খুলনা যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। এতদ্ব্যতীত জানাযায় উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য জনাব গোলাম মোজাদির, জনাব এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী (দৌলতপুর), জনাব ডাঃ লিয়াকত আলী ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অতঃপর নিরালার পার্শ্ববর্তী বাগমারায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন কবরস্থানে তিনি সমাহিত হন।

প্রাপ্ত তথ্যমতে জনাব আব্দুল্লাহ খান সালাফী প্রথমে হিন্দু ছিলেন। তাঁর পূর্ব নাম ছিল কালীদাস রায়, পিতা কার্তিক চন্দ্র রায়, সাং শিখরবালি, থানা- বারইপুর, যেলাঃ আলীপুর, পশ্চিমবঙ্গ। পরে তিনি মুসলমান হন ও হিজরত করে এ দেশে চলে আসেন। তিনি বাংলা একাডেমীতে দীর্ঘদিন চাকুরীরত ছিলেন। অবসর জীবনে তিনি অধিকাংশ সময় দ্বীনের দাওয়াতে সময় কাটাতেন এবং প্রাচীন পুঁথি সমূহ সংগ্রহ করতেন। তিনি মূলতঃ প্রাচীন পুঁথি সংগ্রাহক হিসাবেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি একজন পাক্কা আহলেহাদীছ ছিলেন এবং মুহতারাম আমীরে জামা’আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের একজন ভক্ত অনুসারী ছিলেন। তিনি অনেকদিন খুলনা যেলায় ফকিরহাট থানাধীন পিলজঙ্গ গ্রামে অবস্থান করেন এবং তাঁর উদ্যোগেই সেখানে মুহতারাম আমীরে জামা’আত কুয়েতী অনুদানে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করে দেন। শেষ দিকে তিনি গাযীপুরের পিরুজালী বর্তাপাড়ায় কিছু জমি কিনে তার এক পালক পুত্রের কাছে থাকতেন। কিন্তু ঐ পুত্র মারা গেলে তিনি নিরাশ্রয় হয়ে পড়েন। মৃত্যুর প্রায় পাঁচমাস পূর্বে তিনি বৃদ্ধাশ্রমের খণ্ডকালীন চিকিৎসক ডাঃ লিয়াকত আলীর পরামর্শে খুলনার নিরালায় অবস্থিত একটি বেসরকারী ‘বৃদ্ধাশ্রমে’ আশ্রয় নেন। গত ১৬ জানুয়ারী শনিবারে হঠাৎ স্ট্রোক করে তিনি জ্ঞান হারান এবং ঐ অবস্থায় খুলনা সদর হাসপাতালে ২৮ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

[আমরা তাঁদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -

সম্পাদক]